CHICKS & FEEDS®
Total Agro-Industrial Solution

নিউজ লেটার

বর্ষ-০৬, মে সংখ্যা ২০১৯

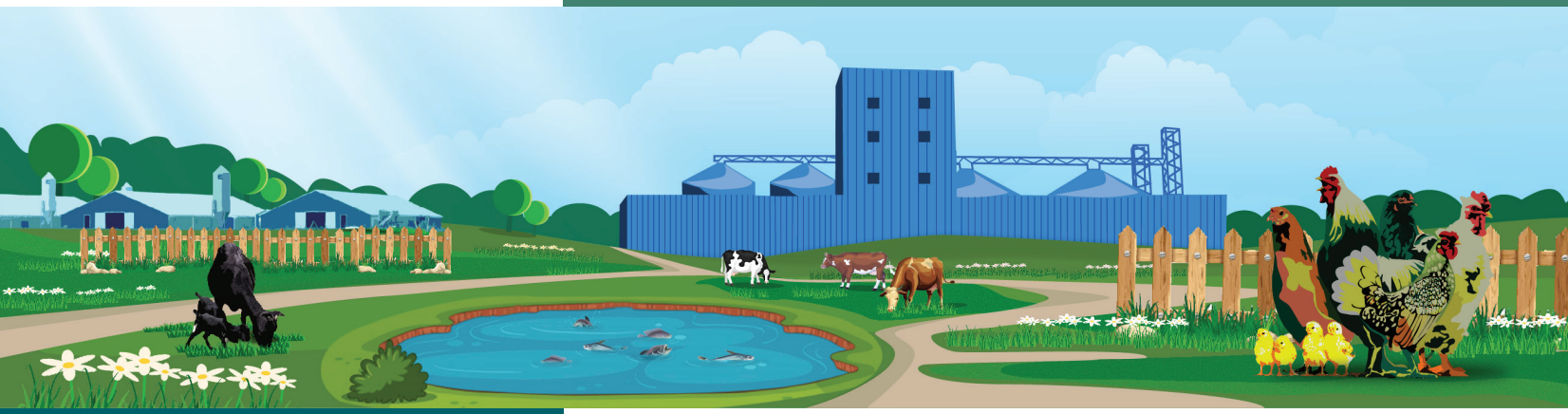

আমাদের সেবাসমূহঃ

- প্রকল্প পরিকল্পনা
- প্রকল্প তৈরী
- প্রকল্প বাস্তবায়ন
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা
- বাজার গবেষণা

আমাদের প্রকল্পসমূহঃ

- ফিডমিল
- সাইলো
- পোল্ট্রি হাউজ ও ইকুইপমেন্ট
- পোল্ট্রি প্রসেসিং
- মিট প্রসেসিং
- অন্যান্য কৃষি প্রকল্প

বাংলাদেশে কৃষিখাতের উন্নয়নে যাঁরা নিরলস কাজ করে চলেছেন, আমরা সর্বদাই তাঁদের পাশে আছি। আমরা নিউজ লেটারের মাধ্যমে আমাদের কর্মকান্ড তুলে ধরার চেষ্টা করি এবং বিশ্বাস করি আমাদের এই প্রকাশনা আপনাদের কৃষি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

এই **সংখ্যায় থাকছে - বিভিন্ন কৃষি শিল্প প্রদর্শনীতে চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ এর অংশ গ্রহন, সুগন্ধা ফিডমিল এবং একজন উদ্যোক্তার গল্প, নেপালে ২৮ দিন, উৎপাদনে গেলো সুগন্ধা ফিড মিলস্ লিঃ -এর প্রিমিয়ার ফিড, উৎপাদনে যাচ্ছে নারিশের শ্রীপুর ব্রিডার ফিডমিল, Astino-এর শেডে নেপালের DAUNNE AGRO** সংক্রান্ত ও অন্যান্য সংবাদ।

শুধুমাত্র যন্ত্রপাতী সরবরাহই নয়, আপনার সাহসী যাত্রার স্বার্থক বাস্তবায়ন করাই আমাদের লক্ষ। আমাদের কাস্টমার কেয়ার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং টিম সার্বক্ষণিক আপনাকে সহযোগীতা করতে প্রস্তুত।

ধন্যবাদসহ

নিউজ লেটার টিম

কাস্টমার কেয়ার : 017 CKNFEEDS 25633337

বিভিন্ন কৃষি শিল্প প্রদর্শনীতে চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ এর অংশ গ্রহন

৯ম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০১৯

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরায় ০৪-০৬ এপ্রিল ২০১৯ এ অনুষ্ঠিত হয় 9th Agro Tech Bangladesh-2019। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এবং LIMRA TRADE FAIRS & EXHIBITIONS PVT. LTD-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা যেখানে ভারত, চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন এবং সুইজারল্যান্ডসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট দেশীয় নামী-দামী কোম্পানী ও উদ্যোক্তা, গবেষক, প্রস্তুতকারক, আমদানিকারক, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শন ও সম্প্রসারণে এগিয়ে এসেছেন। এরই অংশ হিসেবে চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ এবং FCM অংশ নেয় এই মেলায়।

বিশেষভাবে উল্লেখ যে, এই প্রদর্শনীর টাইটেল স্পনসর ছিল FCM.

১৬ তম VIV এশিয়া -২০১৯

VIV এশিয়া বিশ্বের এক নম্বর আন্তর্জাতিক ট্রেড শো। ১৩-১৫ মার্চ ২০১৯ BITEC ব্যাংকক ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড এক্সিবিশন সেন্টার, থাইল্যান্ড- এ অনুষ্ঠিত হয় ১৬ তম VIV এশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড শো। চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ এর প্রতিনিধিগণ FCM, Astino, Meyn ও Kishore -এর স্টলে অংশগ্রহন করে। VIV আয়োজিত তিনদিনব্যাপি এই কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনীতে চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ এর গ্লোবাল পার্টনাররা প্রতি বছরই অংশগ্রহন করে থাকে। এটি ছিল এর ১৬ তম আসর যার প্রতিপাদ্য ছিল "From Feed to Food".

৬০ টি দেশের প্রায় ১২৪৫ টি নেতৃত্ব স্থানীয় কোম্পানি এক ছাদের নিচে এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহন করে। VIV এশিয়া মূলত সব পশু প্রজাতি যার মধ্যে রয়েছে গরু, পোল্ট্রি এবং মাছ ও চিংড়ি নিয়ে কাজ করে আসছে।

১১তম ইন্টারন্যাশনাল পোল্ট্রি শো ও সেমিনার -২০১৯

চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ ও এর গ্লোবাল পার্টনার FCM, Astino, Meyn, Ishii অংশগ্রহন করে বাংলাদেশের বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত ১১ তম ইন্টারন্যাশনাল পোল্ট্রি শো ও সেমিনার-২০১৯ এ।

WPSA-BB ও BPICC আয়োজিত ০৭ - ০৯ মার্চ ২০১৯ তিনদিনব্যাপি এই কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনীতে অংশ নেয় ২২ টি দেশের ৫০০ টি কোম্পানি।

৫০০টি কোম্পানি ৮০০ টি স্টলে পোল্ট্রি শিল্পসহ কৃষিশিল্পের বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রদর্শন করে। প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রি জনাব আব্দুর রাজ্জাক বলেন পোল্ট্রি শিল্প অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি শিল্প। গত ১০ বছরে এর ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করেছি, এখন আমরা চাই খাদ্যের নিরাপত্তা।

৩য় নেপাল এগ্রিটেক এক্সপো-২০১৯

চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ ও FCM, ২৫-২৭ জানুয়ারী -২০১৯ নেপালের চিতওয়ান এক্সপো সেন্টার, ভারতপুরে অনুষ্ঠিত ৩য় নেপাল এগ্রিটেক এক্সপো-২০১৯ এ অংশ গ্রহন করে।

নেপাল একটি কৃষি নির্ভর দেশ যেখানে পোল্ট্রি খামার একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা। এখানে বাণিজ্যিকভাবে মাংসের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমান ১১৮০০০ টণ যেখানে মুরগির ডিমের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমান ১.৫০ বিলিয়ন। নেপালের ৬৪ টি জেলায় বাণিজ্যিকভাবে মুরগি উৎপাদন হয় এবং এই ব্যবসার সাথে সরাসরি জড়িত প্রায় ৫৫৮৭১ মানুষ। ফলশ্রুতিতে পোল্ট্রির বাজার প্রতিনিয়তই ক্রমাগত বাড়ছে। নেপালের এই বাজার চাহিদা এবং বিদ্যুৎ শক্তির মূল্য বিবেচনা করে তাদের শক্তিশালী, সহজ ব্যবহার ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ফিডমিল প্লান্ট প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করে যা খামারীদের জন্য শুধু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ীই নয় বরং সাশ্রয়ী মূল্যের মধ্যে দিবে খাদ্যের উচ্চ উৎপাদনশীলতা।

সুগন্ধা ফিডমিল এবং একজন উদ্যোক্তার গল্প

আবু হেনা মো কামরুজ্জামান
কমিউনিকেশন অফিসার, চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ লি.

মো: জিল্লুর রহমান খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সুগন্ধা ফিডমিল

"সুগন্ধা ফিডমিল" বরিশাল অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ফিডমিল প্রতিষ্ঠান যা সম্প্রতি বাণিজ্যিকভাবে খাদ্য উৎপাদন শুরু করেছে।

সুগন্ধা ফিডমিল লিমিটেড "নিরাপদ খাদ্য, নিরাপদ স্বাস্থ্য" বাস্তবায়নের লক্ষ্য এবং স্লোগান নিয়ে উৎপাদন শুরু করেছে "প্রিমিয়ার ফিড " ব্র্যান্ডের বিভিন্ন প্রকার ফিড। যেখানে রয়েছে প্রতি ঘন্টায় ৫-৮ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মাছের ভাসমান খাদ্য ও প্রতি ঘন্টায় ৫-৮ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মাছের ডুবন্ত খাদ্যের একটি প্লান্ট। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে এটিই প্রথম ফিডমিল যেখানে প্রকৃতই চিংড়ি ফিড উৎপাদনের মূল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে রয়েছে প্রতি ঘন্টায় ১২-১৫ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ব্রয়লার খাদ্য ও প্রতি ঘন্টায় ১০ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন লেয়ার খাদ্যের আরেকটি প্লান্ট। এছাড়াও এখানে কাঁচামাল সংরক্ষনের জন্য রয়েছে ৪৫০০ টণ ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি সাইলো এবং জাহাজ থেকে মালামাল লোড -আনলোড করার জন্য পোর্ট ফ্যাসিলিটি।

সুগন্ধা ফিডমিলের উদ্যোক্তা ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: জিল্লুর রহমান খান এবং চেয়ারম্যান জনাব মো: মিজানুর রহমান মোল্লা। এই অঞ্চলে এতোবড় ফিডমিল প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পেছনে রয়েছে একজন সফল উদ্দোক্তার গল্প।

তরুণ বয়সে জনাব জিল্লুর রহমান পুলিশ কর্মকর্তা বাবার পেশা অর্থাৎ পুলিশে যোগ দেওয়ার জন্য স্বপ্ন দেখতেন। বরিশাল থেকে চট্টগ্রামের পুলিশ লাইনে তিনি একাধিকবার চেষ্টা করেছেন পুলিশে যোগ দেয়ার জন্য। প্রতিবারই পুলিশ অফিসার পিতার নির্দেশে উনাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। পরে পিতার উৎসাহে ব্যবসায় আসেন ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার পৌর এলাকার বাসিন্দা এই তরুণ উদ্যোক্তা। ১৯৯৬ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে ব্যবস্থাপনায় এম.এ পাশ করে স্বজনদের কাছে ধার-দেনা করে উপজেলা সদরে রড-সিমেন্টের ব্যবসা শুরু করেন। পরে এই ব্যবসা বদল করে মুদি দোকান ব্যবসা শুরু করেন।

ওই সময় উত্তরবঙ্গ থেকে চাল আনতে গেলে পড়তেন বিপাকে। টাকা দিয়েও নির্ধারিত সময়ে চালের সরবরাহ পেতেন না। ঝালকাঠি মোকাম থেকে আনতেন মুদি মাল। আর চাল আনার জন্য বগুড়া বা নওগাঁর চালের মিল মালিকদের মর্জির ওপর নির্ভর করতে হতো। শুধু তাই নয়; উত্তরবঙ্গ থেকে যে ট্রাক তাদের চাল দিয়ে যেত, ওই ট্রাক বরিশাল অঞ্চল থেকে ধান বোঝাই করে নিয়ে যেত। এসবের অনুসন্ধানে ২০১০ সালে জিল্লুর রহমান উত্তরবঙ্গে যান এবং চাল মিলগুলো ঘুরে দেখে আসেন। টিপ দস্তখত দেওয়া বা অক্ষর জ্ঞান জানা লোকেরা যদি অটো রাইচ মিল পরিচালনা করতে পারেন তাহলে তিনি কেন পারবেন না, এই মনোবল নিয়ে পরিকল্পনা আঁটতে থাকেন।

এর সমাধান খুঁজতে গিয়ে অবশেষে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ২০১২ সালে নিজেই গড়ে তুললেন অটোমেটিক রাইচ মিল। বরিশাল নগরীর দপদপিয়া থেকে নলছিটি উপজেলার কুমারখালি গ্রামটিকে বিচ্ছিন্ন করেছে কেবল সুগন্ধা নদী। এর তীর ঘেঁষে ৪ একর ৮৪ শতক জমির ওপর গড়ে তোলেন স্বপ্নের সুগন্ধা অটো রাইচ মিলটি।জনাব জিল্লুর রহমান বলেন, তার অটো রাইস মিল গড়ার পরিকল্পনার কথা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জানালে অনেকে নিরুৎসাহিত করেন। বরিশাল নগরীর আমানতগঞ্জ ও দপদপিয়ায় গড়ে ওঠা ২টি অটো রাইচ মিলের মালিকরা উদ্বোধনই করতে পারেননি। বিষয়টি নিয়ে একদিন পুবালী ব্যাংকের পরিচালকের সাথে আলাপ করলে তিনি উৎসাহ যোগান।

২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুগন্ধা অটো রাইচ মিলের উদ্বোধন হয়। ওই সময় প্রতিদিন ২ শিফটে ৪৮ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন করতে পারতেন। বাজারে চালের চাহিদা থাকায় দ্বিতীয় ইউনিট স্থাপন করেন। ২০১৫ সালে দ্বিতীয় ইউনিট উদ্বোধনের পর থেকে ডবল শিফটে প্রতিদিন ১শ ৮০ মেট্রিক টন চাল প্রতিদিন উৎপাদন করতে পারেন। এজন্য বোরো মৌসুমে ঝালকাঠি, উজিরপুর, আগৈলঝাড়া থেকে গোপালগঞ্জের পুরো জেলা থেকে ধান সংগ্রহ করেন।

তার বক্তব্য বরিশাল অঞ্চলে সর্বাধিক আমন ধান উৎপাদিত হয়। তাই আমনের মৌসুমে উত্তরবঙ্গ নয়; এই অঞ্চল থেকে সরকার চাল ক্রয় করলে কৃষক ও মিল মালিক যেমন লাভবান হবেন, তেমনি উত্তরঙ্গ থেকে চাল কিনে বরিশালে আনার পরিবহন খরচ বাঁচবে।

সুগন্ধা অটো রাইচ এন্ড এগ্রো ফুড প্রসেসিং মিলটি, এখন বিভাগের সবচেয়ে বৃহৎ চাল মিলে পরিণত হয়েছে।

চাল কলের পর ডালের মিল চালু করেছেন জনাব জিল্লুর রহমান। ৩০ কোটি টাকার এসব প্রকল্প কেবল নিজের ভালো থাকার জন্য নয়, সমাজের সবাইকে নিয়ে ভালো থাকার ভাবনা থেকে। যেখানে ইতঃমধ্যেই চাল ও ডাল কলে ১০০ জন বেতন ভুক্ত কর্মচারী এবং প্রতিদিনের মজুরীপ্রাপ্ত আরও শত জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন। শুধু তাই নয় এই সমস্ত মিল কারখানায় মানুষের যেমন কর্মসংস্থান হয়েছে তেমনি এর পাশাপাশি এলাকায় এসমস্ত শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এক কথায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে পুরো অঞ্চলের মানুষ।

বৃহত্তর জনগোষ্টির কর্মসংস্থানের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মো: জিল্লুর রহমান খান এবং মো: মিজানুর রহমান মোল্লা -এর আরো একটি পদক্ষেপ সুগন্ধা ফিডমিল। যার সুবাদে এলাকার মৎস ও পোল্ট্রি খামারীরা পাবেন ন্যায্য মূল্যে টাটকা ও পর্যাপ্ত খাদ্য, সম্ভাবনা বাড়বে লাভজনক ভূট্টা চাষের যা ফিডমিলের অন্যতম কাঁচামাল এবং কর্মসংস্থান হবে প্রায় ৫০০ মানুষের।

জনাব জিল্লুর রহমান জানান শতভাগ আস্থা, বিশ্বাস এবং গুনগতমান বজায় রেখে দেশের অন্যতম প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ লিমিটেড এবং চীনের বিখ্যাত ফিডমিল নির্মাতা FCM -এর যৌথ তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে এই সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানটি।

জনাব জিল্লুর রহমানের সামনের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন হলে তার মুকুটে যেমন আরেকটি সাফল্যের পালক যুক্ত হবে, তেমনি এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান বাড়বে এবং সুফল পাবেন বিভিন্নভাবে। আমরা সকলেই এই সমস্ত মহতি উদ্দোগের সফলতা কামনা করি।

নেপালে ২৮দিন।

বাহারুল ইসলাম
সেলস্ অ্যান্ড সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার, চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ লি.

"বিগত ২ বছর ধরে প্রোজেক্টের কাজে অনেকবারই নেপালে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার। প্রতিবারই যেন মনে হয় নতুন করে দেশটিকে দেখছি বা সেই দেশের মানুষ জনকে জানছি। প্রতিবারই নতুন কিছু জানা হয়, হয় নতুন অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে আমার এই লেখা।

যেহেতু কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়া, তাই পুরোটা সময় শহর থেকে দূরে ফার্মে থাকা হয় এবং কাজ শেষ হওয়া মাত্রই মন ছটফট করে ওঠে দেশে ফিরে আশার জন্য। এবার ছিল ২৮দিনের সফর। চিতওয়ান শহরে Daunne Poultry Pvt Ltd নামে একটি নেপালি কোম্পানিতে ইন্সটলেশন হচ্ছে Astino'র ৬টি লেয়ার শেড। এখানে ২টি পুলেট হাউস ও ৪টি প্রোডাকশন হউস। প্রতিটি ঘরে থাকবে ৫০,০০০ লেয়ার। শুরুতেই বলে রাখি, চিতওয়ানকে নেপালের "পোল্ট্রি হাব" বলা হয়। এ শহরটি পোল্ট্রি ব্যবসার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এ জেলায় প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ পোল্ট্রি ব্যবসার সাথে জড়িত। এই জেলাতে সর্বাধিক সংখ্যক ডিম উৎপাদন হয়ে থাকে এবং আমাদের অধীকাংশ প্রোজেক্ট সংক্রান্ত কাজ থাকে এই জেলাতেই।

এবার আসি মূল গল্পে, যাত্রা শুরু হয় ৭ই এপ্রিল, ২০১৯। ঢাকা- কাঠমুন্ডু- চিতওয়ান। কাঠমুন্ডুতে নেমেই কোম্পানির গাড়ী করে রওনা করি চিতওয়ানের উদ্দেশ্যে। সময় লাগে প্রায় ৫/৬ ঘণ্টা। কোম্পানির একজন শেয়ার হোল্ডার- মিঃ রাজন পিয়ার সাথে চিতওয়ান শহরের কাছাকাছি কাবিলাস রিসোর্টে যাই রাতের খাবার খেতে। রিসোর্টটি পাহাড়ের উপরে, উপর থেকে শহরের দারুন ভিউ দেখা যায়, সাথে ছিল মিঃ রাজন পিয়ার দুই বন্ধু। আমি খুবই সাদামাটা অর্ডার করলাম- ভাত, ডাল, সবজি ও ডিম। আর উনারা দিলেন, ফিস ফ্রাই, বাদামের সালাদ ও কবুতর ফ্রাই। প্রথমে বাদামের সালাদ আসলো, ওনাদের সাথে আমিও একটু খেলাম। তারপর আসলো ফিস ফ্রাই- সেটিও ওনাদের সাথে শেয়ার করলাম। কিন্তু আমার ভাত-ডালের কোন খবর নাই। আমি আমার ভাতের আশায় বসে থাকতে থাকতে এক বোতল কোক শেষ করলাম। তারপর প্রায় ১ঘন্টা পর রেস্টুরেন্টের লোক এসে বলে ভাত খাব কিনা, ততক্ষণে ওনদের সাথে খাবার টেস্ট করে আমার পেট ভরে গিয়েছে। আমার অর্ডার মানা করে দিয়ে উঠে পড়লাম। চিতওয়ান শহরে হোটেলে পৌঁছেই দিলাম এক ঘুম। পরেরদিন সকালে নাস্তার মেনু ছিল- আলু পরাটা, ডিম ও ফুলকপি। একটু বলে রাখি, নেপালিয়ানরা ঘুম থেকে উঠেই এক কাপ রং চা খাবে, এর এক ঘণ্টার মধ্যে একটি সিদ্ধ ডিমের সাথে ছোলা/বুট, চিরা এবং নুডুলস খেয়ে থাকে।

তবে ডিম হলো তাদের সকালের নাস্তার একটি Must Item এবং নুডুলসকে তারা বলেন চাও ছাও। দুপুরের খাবার শেষ করে রওনা করলাম ফার্মের দিকে। চিতওয়ান শহর থেকে প্রায় ৭৫ কি.মি দূরে Daunne Poultry Pvt Ltd 'র ফার্ম। পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। ফার্মে নেমেই দেখলাম ২টা শেডের মালামাল চলে এসেছে এবং একটা শেডের অ্যাংকর বোল্টের কাজ চলছে। তাদের কাছে গিয়ে কথা বললাম ও কিছুটা সময় তাদের কাজের অগ্রগতি দেখে ঘুমানোর জন্য ফ্যাক্টরির ভিতরেই গেস্ট হউসে চলে গেলাম।

তৃতীয় দিন, সকালে উঠেই পেট ভরে নাস্তা করেই নেমে পরলাম কাজে। প্রথম যে দুটি পুলেট শেডের কাজ চলছে তার একটি শেডের দৈর্ঘ্য ১০২ মিঃ ও প্রস্থ্য ১০ মিঃ করে, এবং দ্বিতীয়টির দৈর্ঘ্য ১০৮ মিঃ ও প্রস্থ্য ১০ মিঃ। আমি ৫জনকে সাথে নিয়ে শুরু করলাম দ্বিতীয় শেডের বক্স (Stamp) সেট করতে, যা অ্যাংকর বোল্টে সেট করার জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে করতে হয়। এরপর কাজ শুরু হল- কলাম (Column), পারলিন ক্রস, টাইরড ইত্যাদির কাজ। এর মাঝে একটি অসুবিধা হলো শ্রমিকদের নিয়ে। সাধারণত নেপালে বাংলাদেশী কর্মীরা পোল্ট্রি ফার্মের কাজ করে থাকে। কিন্তু Daunne Poultry Pvt Ltd. চেয়েছিলেন আমরা যেন নেপালি কর্মী দিয়ে কাজ করি। ব্যস্! হয়ে গেল বিপদ। যাদের নেয়া হয়েছিল তারা অনেকেই আগে শেডের কাজের অভিজ্ঞতা নাই, কেউ কেউ আগে ব্রিজ বা ওয়ারহাউসের কাজ করেছে কিন্তু পোল্ট্রি শেডের কাজ এই প্রথম ; এর মাঝে আমি পারিনা অতো ভাল নেপালি ভাষা তাই তাদের মানিয়ে বুঝিয়ে কাজ করতে কিছুটা গতি কমে আসলো। তার উপর নেপালিদের কাজের সময় আবার ভিন্ন। শ্রমিকদের কাজের সময় সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা, দুপুরে ২ ঘন্টা লাঞ্চ ও গরমের জন্য বিরতি। দুপুরে খাবারে নেপালিরা বেশীরভাগ সময় সবজি ও সালাদ খেয়ে থাকে। সবজিতে থাকে সয়া ও সালাদে থাকে মুলা ও শসা। আর রাতের খাবারে মুরগীর মাংস খেয়ে থাকে যেহেতু মাছ খুব কম পাওয়া যায়।

যাইহোক এভাবেই প্রথম ২১ দিন পার করলাম ৭ জন কর্মী নিয়ে, এরপর ২২ তম দিনে আরও ২জন কর্মী যুক্ত হল। এই ৯জনকে নিয়েই ২য় শেডের কলাম ইনস্টল করলাম ও প্রথম শেডের ছাদের কাজ ধরলাম। ছাদের কাজ শেষ করে, শেডের সাইড ওয়ালের ফ্রেম এবং সিলিংর ফ্রেম শেষ করেই ২৮ দিন পার করলাম। এরপর দেশে ফিরলাম পরবর্তী সিপমেন্ট না পৌঁছানো পর্যন্ত।

উৎপাদনে গেলো সুগন্ধা ফিড মিলস্ লিঃ -এর প্রিমিয়ার ফিড

বাংলাদেশের কৃষি শিল্পে সম্ভাবনার নতুন একটি নাম। ঝালকাঠি জেলার দপদপিয়ায় নির্মিত হয়েছে সুগন্ধা ফিডমিল। FCM এর উৎপাদিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে নির্মিত এই ফিডমিলটি। "নিরাপদ খাদ্য, নিরাপদ স্বাস্থ্য" বাস্তবায়নের লক্ষ্য এবং স্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু করা সুগন্ধা ফিডমিল লিমিটেড উৎপাদন করছে "প্রিমিয়ার ফিড" ব্র্যান্ডের বিভিন্ন প্রকার ফিড। যেখানে রয়েছে প্রতি ঘন্টায় ৫-৮ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মাছের ভাসমান খাদ্য ও ৫-৮ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মাছের ডুবন্ত খাদ্যের একটি প্লান্ট । উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে এই প্রথম চিংড়ির জন্য এটিই একমাত্র ফিডমিল যা প্রকৃতই চিংড়ি ফিড উৎপাদনের মূল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতি ঘন্টায় ১২-১৫ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ব্রয়লার খাদ্য ও ১০ টণ লেয়ার খাদ্য উৎপাদনের আরেকটি প্লান্ট।

এছাড়াও এখানে কাঁচামাল সংরক্ষনের জন্য রয়েছে ৪৫০০ টণ ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি সাইলো এবং জাহাজ থেকে মালামাল লোড-আনলোড করার জন্য পোর্ট ফ্যাসিলিটি। চিকস্ অ্যান্ড ফিডসের তত্ত্বাবধানে নির্মিত এই প্রজেক্টের সবকিছুই FCM থেকে সরবরাহ করা হয়েছে।

নাহারের ভাসমান ফিড প্লান্টে যুক্ত হলো ডুবন্ত ফিড

নাহার এগ্রো বাংলাদেশের কৃষি শিল্পে একটি সুপরিচিত নাম। যারা দেশের পোল্ট্রি ও লেয়ার ফিড চাহিদার একটি বড় অংশের যোগান দিয়ে চলেছে। চলমান ফিশফিডের চাহিদা পূরনের লক্ষ্য নিয়ে নাহার এগ্রো প্রতিষ্ঠা করেছে ভাসমান ফিশফিড প্লান্ট। নাহার এগ্রোর কাছে গত বছরই চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ হস্তান্তর করেছে ঘন্টায় ১০-১২ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন দুই লাইনের এই ভাসমান খাদ্যের প্লান্টটি।

ভাসমান ফিশফিডের এই প্লান্টেই যুক্ত করা হলো ৫-৭ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ডুবন্ত খাদ্যের প্লান্ট। কমিশনিং শেষে এই প্লান্টটি এখন বাণিজ্যিকভাবে খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। নাহার এগ্রো সূত্রে জানা যায় এই সপ্তাহেই তাঁরা মাছের ডুবন্ত খাদ্য বাজারজাত করবেন। আমরা নাহার এগ্রোর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

পৌর-বর্জ থেকে বায়োগ্যাসের নতুন সম্ভাবনা

চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্- এর নতুন গ্লোবাল পার্টনার IUT GmbH এর ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মেটিও মোলিনা সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করে গেলেন। তিনি মূলত বাংলাদেশের পৌর-বর্জ (MSW) এবং এর সম্ভাবনা স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনদিনের এই সফরে এসেছিলেন। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আমিন বাজার এবং ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশনের মাতুআইল ডাম্পিং পয়েন্ট পরিদর্শন করে তিনি সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করেন। উল্লেখ্য যে IUT GmbH এর কারিগরি সহায়তায় চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ বাংলাদেশের দক্ষিন অঞ্চলে পৌর-বর্জ (MSW) দিয়ে একটি বায়োগ্যাস প্লান্টের উপর কাজ করছে। জনাব মেটিও মোলিনা এব্যাপারে একটি MoU স্বাক্ষর করেন।

জনাব মেটিও মোলিনা এই সফরে BBDF সহ সম্ভাব্য কয়েকজন উদ্দোক্তার সাথে মত বিনিময় করেন।

১ম আন্তর্জাতিক বায়োগ্যাস এক্সিবিশন-২০১৯

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরায় ০৪-০৬ এপ্রিল ২০১৯ এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 1st International Biogas Expo -2019। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এবং LIMRA TRADE FAIRS & EXHIBITIONS PVT. LTD-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় বায়োগ্যাস প্রদর্শনী অংশে চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ লিমিটেড অংশ গ্রহন করে।

বায়োগ্যাস বিষয়ে চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ এর সফলতা এবং অভিজ্ঞতা বিশেষত প্যারাগন এগ্রোতে তাদের দুটি সফল প্রকল্পের অভিজ্ঞতা এই মেলায় উপস্থাপন করা হয়।

বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় এবং খামারের উৎপন্ন আবর্জনা থেকে বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরি করতে মেলার দর্শনার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। তাঁদের শিল্প-কারখানায় এবং খামারে উৎপন্ন বর্জ থেকে বায়োগ্যাস তৈরিতে এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সব ধরনের সহযোগিতা করবে চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্।

উৎপাদনে যাচ্ছে নারিশের শ্রীপুর ব্রিডার ফিডমিল

বাংলাদেশের কৃষি শিল্পে নারিশ একটি সুপরিচিত এবং বিশ্বস্ত নাম। দেশের কৃষিশিল্পে নারিশ আস্থার প্রতীক হয়ে অবদান রেখে চলেছে।

খাদ্য উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা নারিশের প্রতিটি ফিডমিলে রয়েছে। নারিশের ফিডমিলে রয়েছে অত্যাধুনিক মানের ল্যাব, যা নিশ্চিত করে খাবারের সঠিক মান ও নিরাপত্তা। ভালুকায় অবস্থিত নারিশের সেন্ট্রাল ল্যাব দেশের ফিডমিলগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম। তাছাড়া ফিডমিলের পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতা এবং শৃংখলা যা শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বমানের।

নারিশের ফিডমিল, হ্যাচারী, ব্রিডার ফার্মের বিভিন্ন স্থাপনায় চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্ গত এক যুগ ধরে নারিশের সাথে উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে কাজ করে আসছে চিকস্ অ্যান্ড ফিডস।

বর্তমানে শ্রীপুরে নারিশের পুরাতন চিয়াতুং ফিডমিলটি অপসারন করে FCM থেকে প্রতি ঘন্টায় ১০-১২ টণ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক ও উচ্চমান সম্পন্ন ব্রিডার ফিডমিল নির্মানের কাজ শেষ করলো চিকস্ অ্যান্ড ফিডস লিমিটেড বর্তমানে এটির কমিশনিং এর কাজ চলছে। অপারেটরবিহীন সম্পূর্ন অটোমেটিক এই ফিডমিলটিতে রয়েছে বাল্ক ট্রাক লোডিং সিস্টেম যা ফিডমিল থেকে নারিশের বিভিন্ন ফার্মে কোনরকম ব্যাগ ব্যবহার না করে খাদ্য সরবরাহ করবে।

ASTINO -এর শেডে নেপালের DAUNNE AGRO

কৃষি নির্ভর নেপালে পোল্ট্রি খামার একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা ও অত্যন্ত সম্ভাবনাময় শিল্প। দেশটির ৬৪ টি জেলায় হচ্ছে মুরগি উৎপাদন এবং এই পেশার সাথে সরাসরি জড়িত প্রায় ৫৬ হাজার মানুষ।

এরই অংশ হিসাবে ASTINO এর শেড ব্যবহার করে চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্রে তত্ত্বাবধানে নেপালের চিতওয়ানে নির্মিত হচ্ছে DAUNNE AGRO লেয়ার ফার্ম। নেপালের কাঠমুন্ডু থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত চিতওয়ান অঞ্চল যেটি নেপালের পোল্ট্রি পালনের প্রধান অঞ্চল এজন্য চিতওয়ানকে নেপালের "পোল্ট্রি হাব" বলা হয়।

DAUNNE AGRO লেয়ার ফার্মটিতে নির্মিত হচ্ছে ৬ টি শেড যার প্রতিটি শেডের মুরগি ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৫০ হাজার। এর মাঝে ২টি পুলেট হাউস ও ৪টি প্রোডাকশন হউস। এই প্রজেক্টে কর্মরত চিকস্ অ্যান্ড ফিডস্রে ইঞ্জিনিয়ার মোঃ বাহারুল ইসলাম জানান, বর্তমানে খামারটির ফাউন্ডেশন ও স্টীল স্ট্রাকচারের কাজ চলছে। আশা করা যায় আগামী ১ মাসের মধ্যে এই নির্মান কাজ সম্পন্ন হবে।

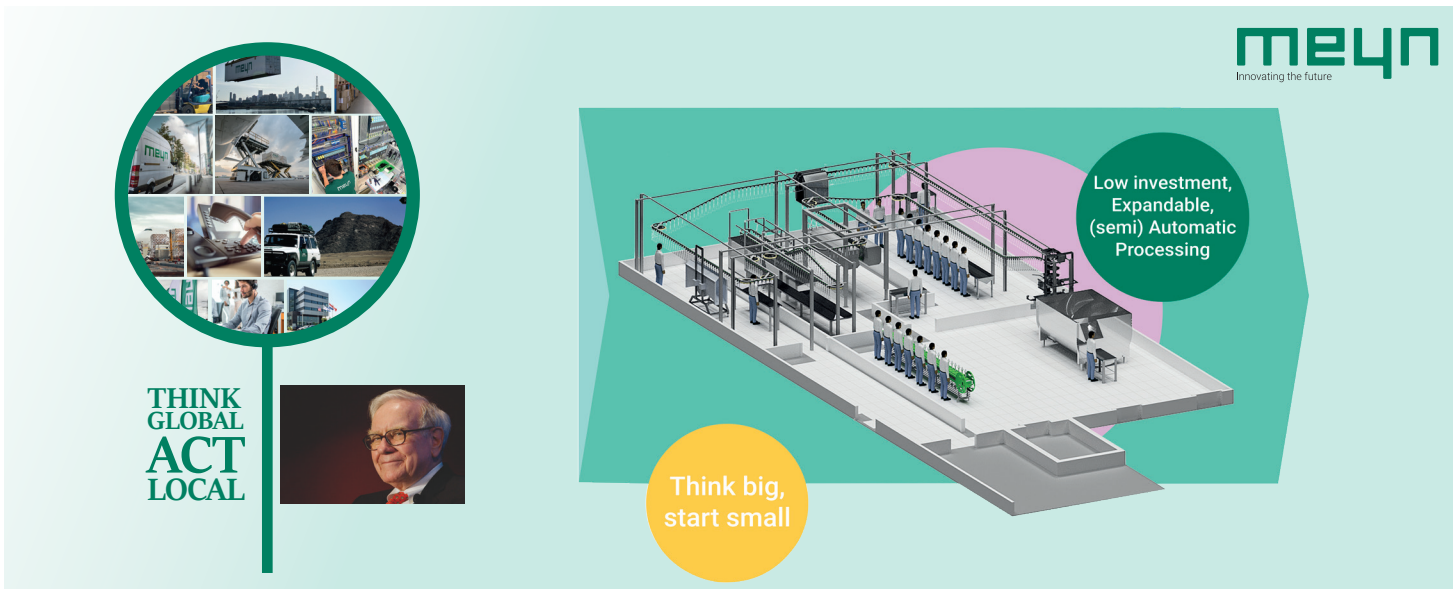

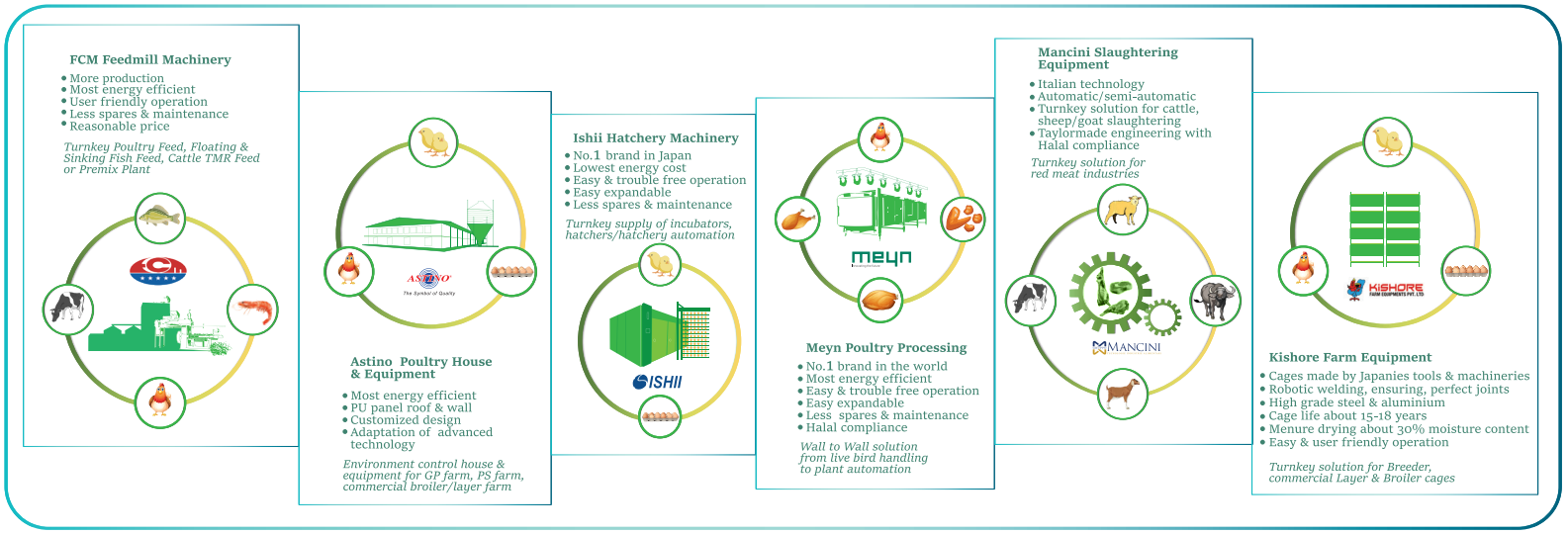

Our Global Partners :

FCM, China
Turn-key Feed Mill Project

ASTINO, Malaysia
Environment Controlled House & Equipment

Meyn, Netherland
Poultry Processing Solution

Mancini Group, Italy
Food Industries Technologie
(Cattle &Goat Slaughter House)

Ishii Poultry, Japan
Single-stage, Multi-stage Incubators & Hatchery Automation

Our valued Customers :

- Abir Poultry & Hatchery Ltd.
- Afil Agro Ltd.
- AG Agro Industries Ltd.
- Bangla Feed Mill Ltd.
- Bashundhora
- CSD, Bangladesh Army
- Dhaka Breeders & Hatcharies Ltd.
- EON Group.
- FEMA International.
- Goalundo Hatcheries Ltd.
- Golden Poultry & Fish Feeds Ltd.
- Gram Bangla Poultry & Fish Feed Ltd.
- Index Agro Industries Ltd.
- IRIS Agro Ltd.
- Kulsum Feed
- Montana Agro Industries.
- Nahar Agro Group
- National Group
- Nourish Poultry & Hatchery Ltd.
- Paragon Agro Ltd.
- Perfect Agro Complex Ltd.
- RRP Feed Mill
- Satkhira Feed Industries Ltd.
- Shah Amla Feed Mill
- Sugandha Feedmill Ltd.
- etc

Chicks & Feeds Limited   www.cknfeeds.com

অফিসঃ বাসা-৮, সড়ক-১৪, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোনঃ + ৮৮০ ২ ৯১২ ১২০৫-০৬, ৯১২ ১৪৫৬, ০১৭১১ ২৬২৩৯৪

Customer Care: 017 CKNFEEDS 25633337